ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল আজ খুলছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ দীর্ঘ ৬৩ দিন বন্ধ থাকার পর আজ (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো খুলছে। সকাল ১০টা থেকে বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হলে প্রবেশ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হবে আগামী ৩ অক্টোবর থেকে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এ সিদ্ধান্ত নেয়। দীর্ঘদিন পর আবাসিক হলগুলো খোলার পর সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাবি'র সকল আবাসিক হল আজ খুলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করবেন। তবে ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি থাকবে স্বাভাবিক। হলের বাইরে থাকা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও আজ হলে উঠবে বলে জানিয়েছেন। এদিকে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছে ক্যাম্পাসকে অশান্ত করতে বাইরের অপশক্তি আবার কোন ষড়যন্ত্র করলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ছাত্রদল সেই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার আহবায়ক শফিউল বারী বাবু ছাত্র-শিক্ষক সকলকে মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার আহবান জানিয়েছেন।

ইতিপূর্বে ২৯ আগস্ট সিন্ডিকেটের এক সভায় ৮ সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো এবং ১২ তারিখ থেকে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর বিভিন্ন মহল ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে– এ আশংকায় কর্তৃপক্ষ জরুরী সিন্ডিকেট ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখ স্থগিত করে দেয়। এরপর গত ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় ২৯ সেপ্টেম্বর আবাসিক হল এবং ৩ অক্টোবর থেকে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই মধ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর প্রফেসর এস এম এ ফায়েজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়। নবনিযুক্ত ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন কমিটির সাথে সভা করেছেন। প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ সকাল ১০টায় হলসমূহ খুলে দেয়া পর প্রভোস্ট হাউস টিউটরদের উপস্থিতিতে বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হলে ঢুকতে দেয়া হবে। কারো পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে তাকে আবাসিকতা প্রমাণসাপেক্ষে হলে প্রবেশ করতে হবে। হলে যাতে কোন বহিরাগত প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে হল প্রশাসন প্রয়োজনীয় সকল প্রদক্ষেপ গ্রহণ করবে। হল খোলার পর প্রতিটি ফ্লোরে আবাসিক ছাত্রদের তালিকা ঝুলিয়ে দেয়া হবে। এক হলের ছাত্রকে অন্য হলে থাকতে দেয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টরদের সমন্বয়ে গঠিত ২টি টিম হল খোলার পর পরিস্থিতি ঘুরে ঘুরে দেখবেন। এছাড়া সহকারী প্রক্টরদের কয়েকজন ভিসি ও প্রক্টর অফিসে অবস্থান করে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখবেন। ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি থাকবে স্বাভাবিক। তবে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে। কোন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা হলে প্রবেশের সময় অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে দলীয় নেতাকর্মীদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেককে স্ব-স্ব হলে থাকতে হবে। এক হলের কেউ অন্য হলে অবস্থান করতে পারবে না। হলে কেউ আধিপত্য বিস্তারের কিংবা গ্রুপিং-এর চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। হলে ওঠার পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনা করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ছাত্রলীগের বৈধ ছাত্ররা হলে উঠলে তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না। হলে সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে ছাত্রদল কর্মীদের বলা হয়েছে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে ছাত্রলীগ জানিয়েছে, তাদের হলের বাইরে থাকা নেতাকর্মীরা আজ যার যার হলে উঠবে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন হিমুসহ বিভিন্ন হল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজের সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের দাবী জানালে ভিসি এ ব্যাপারে আশ্বাস দেন। এছাড়া ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশে বাধা ও পুলিশী হয়রানির অভিযোগ করলে ভিসি এ বিষয়গুলো দেখবেন বলে জানান। তিনি ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ছাত্রলীগের সহযোগিতা কামনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এস এম আতিকুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রদলের সাংবাদিক সম্মেলন

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গতকাল মধুর কেন্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক শফিউল বারী বাবু। আরও বক্তব্য রাখেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহবায়ক সাহাবুদ্দিন লাল্টু, যুগ্ম আহবায়ক এ বি এম মোশাররফ হোসেন, আজিজুল বারী হেলাল, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম আলিম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আবুল বারী ড্যানি, শামসুজ্জামান মেহেদী, আব্দুল কাদের জুয়েল, শহিদুল ইসলাম বাবুল, আসাদুজ্জামান আসাদ; হায়দার আলী লেলিন, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, হাসান মামুন, সাইদ ইকবাল টিটু প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শফিউল বারী বাবু বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে ছাত্রদল অবশ্যই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগ ও পুলিশী নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, অতীতের মত এখনও ছাত্রদল ছাত্রদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সোচ্চার। শফিউল বারী বাবু বলেন, দু'মাস আগে শামসুন্নাহার হলের দুঃখজনক ঘটনার পর সাধারণ ছাত্ররা যখন আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তখন বিশেষ একটি গোষ্ঠী ছাত্র সমাজের সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের নোংরা খেলায় মেতে উঠেছিল। তারা সুকৌশলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতারিত করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ক্যাম্পাসের বাইরের অপশক্তি ভাড়িয়ে কোন সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না। ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিরোধ করতে ছাত্রদল প্রস্তুত রয়েছে। লিখিত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সহশিক্ষা কার্যক্রমসহ ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের যে কোন আন্দোলনে ছাত্রদল থাকবে।